সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভুল। কোনো মানুষ যদি সাধারণ মানুষের বিরোধীও হয় অর্থাৎ যার মূর্তি সত্যিই ভাঙা উচিত সেক্ষেত্রেও জনগণকে সচেতন করা দরকার।
এই কাজ না করার ফলে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা আমরা তাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি।
এসব সত্ত্বেও বলব এই মূর্তি ভাঙার রাজনীতি আমাদের অনেক অজানা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। পুরনো অনেক কিছুকে যাচাই করতে শিখিয়েছিল। যা কোনোদিন আলোচিত হয়নি এইরকম অনেক অজানা তথ্যকে সমাজের কাছে হাজির করতে পেরেছিলাম।

প্রদীপ ধর

নিজেদের মাথা-কাটা

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে একদঙ্গল তরতাজা ছেলেমেয়ে পথ খুঁজতে ঘর ছেড়েছিল। সাহস আর সদিচ্ছাটুকুই ছিল তাদের পাথেয়। সমাজকে বদলানোর জন্যই এই খোঁজা।
যেভাবে সমাজজীবন চলছে সেভাবে চলতে পারে না। পালটাতে হবে সবকিছু। কিন্তু কীভাবে? খুঁজতে-খুঁজতে একদিন হদিশ মিলবেই।
ঠিক এইরকম সময়েই কানে এসে পৌঁছল চীনের সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের কথা। এই তো পাওয়া গেছে পথ। 'চীনের পথই আমাদের পথ'। সাংস্কৃতিক-বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের তাৎপর্যকে অনুধাবন না করে কয়েকটা কথা বা স্লোগানকে মূলমন্ত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়া হল। 'পুরনোকে না ভাঙলে নতুনকে জানা যাবে না'।
নতুন করে ভাবনা শুরু হল। এতকাল এই সমাজ আমাদের সামনে যে ইমেজ তৈরি করে এসেছে—সেই ইমেজ জনগণের পক্ষে নয়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেশাঁ। যেটা ছিল বাঙলারই রেনেশাঁ। কিন্তু সেই জাগরণ কাদের জাগরণ? একে কি মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণ বললে ভুল বলা হবে? সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বৌদ্ধিক মুক্তি চাই আমরা। ওই জাগরণ হাশেম শেখ বা রামা কৈবর্তের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকি কয়েকশো বছর ধরে পাশাপাশি থাকা মুসলিম সম্প্রদায়কে শামিল করতে পারেনি। আমরা ইতি-নেতি সব এক করে ফেললাম। আর এই একাকারের মধ্য দিয়ে 'কত মূর্তির মাথা পড়ল কাটা' আর আজ এটা ভাবলে আমাদের মাথা-কাটা।
কুশপুত্তলিকা দাহ আর মূর্তিভাঙার চিন্তার মধ্যে অনেক তফাত। কয়েকদিনের একটা আন্দোলন বা সাময়িক বিক্ষোভ থেকে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এবং এই ব্যাপারটা

বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এ ব্যাপারে দায়টা সামান্যই। কিন্তু যখন কোনো মূর্তি বা ইমারত ভাঙা হয় তার পেছনে থাকে চিন্তা। তার দায়ভার অনেক বেশি। যা আমরা আজও বহন করে চলেছি।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মধ্য দিয়ে একটা সময়ের ইমেজকে আমরা ভাঙতে চেয়েছি—একটা সময়কে নাড়া দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়-কালটাকে আমরা ধরতে পারিনি।

বিদ্যাসাগর দেশের সাধারণ মানুষের কথাই ভেবেছিলেন। আর যে সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না সেই সময় নারীদের ওইভাবে মর্যাদা দেওয়া কত সাহসের এবং শৌর্যের পরিচয় ভাবলে আধুনিকমনা মানুষজনকেও লজ্জায় অধোবদন হতে হয় (আমাদের ভালো-মন্দ বোধটা এত কম ছিল—মেয়েরাও এর প্রতিবাদ করিনি)। সৃষ্টি আর ধ্বংস। আমাদের শেষ শব্দটার প্রতিই ছিল বিশেষ অনুরাগ। ধ্বংস করতে-করতে আমরা নিজেদেরও ধ্বংস করেছি।

ঊনবিংশ শতকের রেনেশাঁর প্রতি আমাদের যে অভিযোগ ছিল সেটা আমাদের বেলায়ই বেশি প্রযোজ্য। আমরা যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলাম তাও ছিল একদঙ্গল নগর-জীবনের মধ্যবিত্তদেরই বিপ্লব। হাশেম শেখ-রামা কৈবর্তের ঘর আগুনের হল্কায় ঝলসে গেছে, জীবনধারণে একচুলও পরিবর্তন হয়নি।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়